কোথায় আছি আমরা?

''ভারতবর্ষ একটি বিশল দেশ'', এই কথাটি সকল ভারতবাসী গর্বের সঙ্গে বলিয়া থাকেন, হ্যাঁ ইহা বলা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার চৌষট্টি বৎসরের মাথায় আসিয়া আমাদের চিন্তা করিতে হইতেছে যে আমরা দেশটার বিশলতার কিলাভ উঠাইতেছি। ইহা ব্যাক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয়-

আমরা ভারতীয়রা আজ জনসংখ্যায় ১২৫ কোটি সংখ্যাটিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছি। হ্যাঁ আমরা ১২৫ কোটির অর্ধেক সংখ্যাও সরকারী কাগজ পত্রে সামান্য স্বাক্ষর করিতে কলম ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করিনা। বিগত তিন শতকের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিলে দেখা যায় কিছু সাদা চামড়ার লোকেরা আসিয়া আমাদের উপর ঐচ্ছিক শাসন চালাইয়া গিয়াছেন। এই ইতিহাসের সারমর্ম টানিয়া আনাকে হিন্দী-ভাষীরা বলিয়া থাকেন- ''বৃটিশ চলে গেয়ে অওর অওলাত ছোড় গেয়ে''। এই উক্তিটির তাৎপর্য টানিয়া আনিতে হইলে আমাদের ২০১০ খৃষ্টাব্দটিকে টানিয়া আনিতে হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করিলে এই সালটি ভারতের জন্য খুবই গুরুত্ত্বপূর্ণ। কারন এই সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের দেশগুলির প্রতিনিধিরা ভারত ঘুরিয়া গেছেন। একটা ব্যাপার লক্ষনীয়- মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী আসিলেন ইংরেজি বলিলেন, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি আসিলেন ফ্র্যাঞ্চ বলিলেন, রুশ রাষ্ট্রপতি রুশি ভাষা বলিলেন প্রতিবেশি চীনা প্রধানমন্ত্রী আসিয়া চাইনিজ বলিয়া গেলেন, কিন্তু এই ঘটনা গুলিকে একবার রাখিয়া যদি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি মার্কিন সফরকে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে আমরা দেখিতে পাই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা দু-এক শব্দ হিন্দী বলিতে চেষ্টা করিলেও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাহার প্রয়োজন মনে করেন নাই। হে পাঠক বর্গ আমাদের অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে বলিতে হয় আমরা অনেকেই ভারতবাসী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের রাষ্টীয় ভাষা হিন্দী পড়িতে লিখতে কিংবা কথাও কখনো বলতে পারিনা। আজকাল অধিকাংশ নাগরিকরাই সংস্কার, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কলা, ভাষা, পোষাক, বিজ্ঞান সবকিছুতে পাশ্চাত্যের দিকে ঝুকিয়া যাইতেছেন। তাহারা রামানুজন কে ভুলিয়া নিউটনকে গুরুত্ত্ব দিতে নিজেদের অধিক গর্বিত বোধ করেন। তবে হ্যাঁ বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র হইয়া আমরা উভয়কেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই। তাছাড়া ভারতের উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার সমূহে চোখ ফেলিলে দেখা যায় বাবা 'ড্যাড' হইয়া গিয়াছেন, মা 'মম্' হইয়া গিয়াছেন, শাড়ী ছাড়িয়া প্যান্ট ধরিয়াছেন, হস্ত ছাড়িয়া কাটা চামচ ধরিয়াছেন, সভ্যতার উচু সোপানে উঠিতেছেন। আরো এরুপ উদাহরণ খুজে পাওয়া আজ এক সাধারণ বাস্তব।

আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য কেহকে জ্ঞান দেওয়া কিংবা উপদেশ দেওয়া নহে। আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে সভ্যতার লোকেরা নিজ দেশের ভাষা ও কলাকে সম্মান করিতে জানে না, সেই সভ্যতার লোকেরা তো অন্য দেশের লোকের কাছে দামি হতে পারেনা। তাই বলিয়া অনুকরণ দেশের ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনা, এটা বলিতেছিনা। কিন্তু অন্ধ অনুকরনে নিজের সংস্কৃতি ও কলা বিপন্ন না হইয়া যায় সেই দিকে সদা সতর্ক তাকা উচিৎ। আমাদের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার ওৎর্যনা নহে, বরং নিজেশ্ব ভাবধারাকে হারাইতে না দেওয়া। আমাদের আরও উচিৎ দেশীয় চালচলনের রীতিকে ব্যাক্তিগত ভাবে যথার্থ পর্যবেক্ষন করিয়া ইহার মহৎ দিকগুলিকে নিজ নিজ জীবন শৈলিতে স্থান প্রদান করা। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ

ত্যাগ করিতে বলিতেছিনা। বরং অন্ধ অনুকরনের ভাবনাকে সরাইয়ে দিতে চাইতেছি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-

‘‘পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে-
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারতের ভাস্কর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি নিবেদন করিলাম যদি এটি পাঠকদের হৃদয় দুইয়া যায় তবে আমাদের চিন্তার ধামাতুক দিক বজায় থাকিবে------

এই মর্মে মনে পড়িতেছে উনার সেই গানের কলি----------

‘‘ ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানব জন্ম তরীর মাঝি
শুনতে কি পায়, দূরের থেকে
পারের বাঁশী উঠেছে বাজি
তরী কী তোর দিনের শেষে
ঠেকবে এবার ঘাটের শেষে
সেথা সন্ধা অন্ধকারে,
দেয় কী দেখা প্রদিপ রাজী।
সেথা আমার লাগছে মনে
মন্দমধুর, এই পাবনে
সিন্ধু পারের হাসিটি কার
অধার চেয়ে আছে আজি
আমার বালার কুসুম গুলি
কিছু এনেছিলাম তুলি
সেগুলি তার নবীন আছে
এই বেলা নে সাজিয়ে মাঝি‘‘

--- অশ্বিনীকুমারদ্বয়